পাঠক ফোরাম

রাজনৈতিক সমীকরণ

আমরা দেখলাম বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠনের মাধ্যমে তাদের শুধু উত্থানের সুযোগ দেয়নি, উপরন্তু এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ওরাই। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ঢুকে পড়েছে জামায়াতরা। তাই তো জামায়াত নেতা সদর্পে বলে, 'ইসলামের চর্চা বেশি হলে যদি সেই দেশকে মৌলবাদী দেশ বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশে সেই ধারাই চলবে।' হায়রে নিয়তি! আজ আমাদের বানরের ভেংচি দেখতে হচ্ছে। বিএনপি আজ তাদের কাছে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছে। বিএনপি নেতা-মন্ত্রীরা জামায়াতের অতীত ভূমিকার কথা ভুলে গেছেন। ছাত্রদল মার খাচ্ছে শিবিরের দ্বারা। বিএনপি কি বুঝতে পারছে তারা কাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে আর এর ফল কি হবে?

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

ওষুধের বাজার

আমাদের ওষুধের মান উন্নত হওয়ায় তা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক জীবন রক্ষাকারী ওষুধ দেশের মানুষের জন্য

প্রয়োজনীয় হলেও তা আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না। আমার মায়ের হৃদরোগ সমস্যার জন্য 'একালিন-৪০' ওষুধটি নিয়মিত দরকার হয়। কিন্তু তার জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয় পাকিস্তানি অথবা সাইপ্রাসের ওষুধের ওপর। আমার ধারণা, আমাদের দেশের কোনো কোম্পানি ওষুধটি উৎপাদন করলে যেমন ওষুধের মান উন্নত হতো তেমনি দামও কম হতো। আবার বি-ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য পাকিস্তানি ওষুধের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের ওষুধের ওপর যেখানে বিদেশীরা নির্ভরশীল, সেখানে আমি চাই আমরা পুরোপুরি দেশী ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হবো। এ বিষয়ে দেশের খ্যাতনামা ওষুধ কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

নকল ওষুধ

শহরের শিক্ষিত জনই যেখানে দেখেশুনে ওষুধ কিনে ঠকছে, সেখানে গ্রামাঞ্চলে কী ভয়াবহ অবস্থা চলছে তা সহজেই অনুমেয়। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তাররা রোগীদের যাচ্ছেতাইভাবে নকল মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে শোনা যায় এসব ওষুধ খেয়ে রোগ তো সারেই না, উপরন্তু মরতে বসে অনেকে। কোম্পানিগুলো মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে সংযমী হলে ভেজাল-নকলের হাত থেকে মানুষ রেহাই পেত। এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে ২/১ জন সদস্যের নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হয়। দেখা যাচ্ছে খাবারের সংস্থান হোক বা না হেক, ওষুধের যোগান দিতে হচ্ছে ঠিকমতো। এ ক্ষেত্রে নকল আর ভেজাল ওষুধে কী পরিণামটাই না ঘটায়। মৃত্যুর কাছ থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনার লড়াইয়ের অস্ত্রের নাম ওষুধ। আর সেই অস্ত্র যদি অকার্যকর, নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে আমরা জীবনকে ফিরে পাব কিভাবে?

অপু আলী
লালচন্দ্রপুর, ফকিরহাট, বাগেরহাট

মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন প্রজন্ম

স্বাধীনতার কথা, বিজয়ের কথা আমাদের তো বুক ভরে বলার কথা। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে এসব বিষয় আলোচনার বিষয় নয়। প্রিয় জাফর স্যার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন প্রজন্মের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে ঐ আলোচনাটি পড়তে পেরে খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জনের ইতিহাস তো ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। আমরা নতুন প্রজন্ম এখনো অন্ধকারে। জাফর স্যারের মতো সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় দেশের আনাচে-কানাচে স্বাধীনতার কথামালা জানাতে হবে। মুক্তিসংগ্রামের কথা যারা শুনতে চায়, জানতে চায় তাদের জন্য।

জাফর স্যারের মতো মানুষরা পারে এ কাজটি করতে। ভেতরের চাপা কষ্টকে, দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলতে। আমরা নতুন প্রজন্ম জাগতে চাই, জাগাতে চাই, সত্যকে জানতে চাই, মানতে চাই। আসুন না স্যার আমাদের জাগিয়ে তুলতে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি জোগাতে।

শেখ নূহউল আলম
খুলনা

প্রতিক্রিয়া : সাভার ট্র্যাজেডি

সাপ্তাহিক ২০০০-এর এপ্রিল সংখ্যাটি পড়ে নিজের হারানো সাহস ফিরে পেয়েছি। নিঃস্ব একা মানুষ হিসেবে ক্রোধ-বিক্ষোভ ছিল সীমাহীন। মনে হয়েছিল মধ্যযুগেই আছি। কিন্তু গোলাম মোর্তোজা সে ভুল ভেঙে দিলেন। সব মিডিয়া, সব কলম সৈনিক শুধু ব্যক্তি স্বার্থই দেখে না- ভেঙেপড়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরে, সোচ্চার হয়, সত্য কথা বলে। ধন্যবাদ আপনার অসাধারণ মন্তব্য- 'মন্ত্রিত্ব আসলে এক ধরনের জমিদারিত্বই'-এর জন্য। বহু বছর ধরে ধানমন্ডি এলাকায় থাকি। যদিও নিজের বাড়িঘর নেই, চোখের সামনে দেখেছি ধানমন্ডির রূপান্তর। এখন যে পাড়ায় থাকি সেখানে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর ওষুধ কোম্পানির সেল্‌স ডিপো। পুরো উনিশ নম্বরের অর্ধেক, সাত মসজিদ রোড আর ১০/এ রাস্তার অধিকাংশ মন্ত্রীর কোম্পানির ট্রাক, ভ্যান, হোন্ডা দিয়ে জুড়ে থাকে। তার সঙ্গী হয়েছেন সরকারি দলের শিল্পপতি সাংসদ আরেকজন পত্রিকার মালিক, যিনি ৯টি বাড়ি ও একটি চেইন স্টোরের মালিক। তারা জমিদারের মতোই রাস্তা-ফুটপাত দখল করে রেখেছেন। জমিদারের মতোই তাদের জীবন। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের স্বচ্ছ চেহারা দেখলাম সাভারের ঘটনায়।

একটি ছোট পাটখড়ি থেকেই বড় আগুন লাগে। গভীর অন্ধকারে গোলাম মোর্তোজার লেখাটি হোক সেই আলোরই ফুলকি!

মমিন মালিক, ধনিমন্ডি, ঢাকা, nirjonm@yahoo.com.

২. সাভারের দুর্ঘটনায় উদ্ধারকারী দল বলছে, দ্রুততার সঙ্গে এসব উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব নয়। কারণ দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর মতো যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে নেই। তাহলে ফলাফল ধরেই নেয়া যায় যে, বহুসংখ্যক লোককে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে দেশে নির্বাচিত সরকারের ভূমিকা কী বিভিন্ন বাহারী খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ ঘনবসতিপূর্ণ এই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পাকা ভবনের সংখ্যা অসংখ্য। এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে কি এ দেশেরই মন্ত্রীগণ, রাজনীতিবিদগণ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুরক্ষিত? দুর্ঘটনাকবলিত এলাকায় গিয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দায়সারা গোছের বক্তব্য দিয়েছেন। আর এ ধরনের দুর্ঘটনায় দায়সারা গোছের বক্তব্য কি সাধারণ জনগণের জন্য আদৌ কোনো কল্যাণ বয়ে আনছে অথবা আনবে? এ প্রশ্ন রইল বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষের কাছে।

সহিদ উদ্দিন, ৭/এ শ্যামলী, রিং রোড, ঢাকা

অবৈধ টেন্ডার

পত্রিকার মাধ্যমে জানালাম, কুমিল্লায় এডিবির ৩২ কোটি টাকার কাজ বিএনপি ও আওয়ামী

লীগ নেতারা সমঝোতার মাধ্যমে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সাধারণ কোনো ঠিকাদারকে আশপাশে তারা আসতেই দেয়নি। টেন্ডারবাজদের সশস্ত্র দলই পুরো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে। স্থানীয় প্রশাসনও ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ছিল না।
রাজনীতিতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা পরস্পর একে অপরের মুখটি পর্যন্ত দেখেন না। আর এখন হীনস্বার্থের কারণে হয়ে গেলেন ভাই ভাই। সন্ত্রাসের কারণে জবর দখল করা এই টেন্ডারগুলো অবিলম্বে বাতিল করা হোক।

সাদ আনোয়ার
পশ্চিম শেওড়াপাড়া, ঢাকা

দেশ ভাবনা

যশোরের উদীচী থেকে হবিগঞ্জের হামলা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কতো গভীরে ফ্যাসিবাদ প্রবেশ করেছে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং উন্নত সমাজচিন্তাকে আঘাত করাই হলো এই জঙ্গি হামলার লক্ষ্য। এরা বাংলার জনপদকে বোমাতঙ্ক, হত্যা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বেড়াজালে আটকে জনগণের মূল সমস্যা আড়াল করতে চাইছে। এই অশুভ চক্রের হাত থেকে দেশের গণতন্ত্র ও মনুষত্বকে রক্ষা করতে চাইলে দেশবাসীকে এখনই একটি সুস্থ রাজনৈতিক ধারা সামনে নিয়ে আসতে হবে। দেশে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ছাড়া এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের আর কোনো রাস্তা নেই।
গত নির্বাচনে জনগণ জোট সরকারকে ভোট দিয়েছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশের বেকার সমস্যা দূর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য। আজ দেশের যে অবস্থা এটা ৩৪ বছরের দুঃশাসনের ফসল। দেশ স্বাধীনের পর ক্ষমতাসীন সব দলই গায়ের জোরে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং অবাধ লুণ্ঠন প্রক্রিয়াই বলবৎ রেখেছে। যার ফলে রাজাকারদের বিচারসহ কোনো অন্যায়-অবিচারের সুরাহা হয়নি। সুতরাং জোট সরকার অথবা প্রধান বিরোধী দলের কাছে গণতন্ত্র বা সুস্থ ধারার রাজনীতি প্রত্যাশা করা যায় কী? এ সংকট থেকে দেশবাসী মুক্তির পথ দেখতে পারে একমাত্র বাম-প্রগতিশীল শক্তির ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য এবং বাম বিকল্প শক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে।

খন্দকার মিজানুর রহমান বাবলু
98, Ruedu Thgatre
75015- Paris, France

মোবাইল কলচার্জ

প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ সার্কের প্রতিটি দেশে মোবাইল ফোনের কলচার্জ আমাদের কলচার্জের চার ভাগের এক ভাগেরও কম। আর্থিক দিক থেকে ঐ দেশগুলোর অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের মতোই। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যদি মোবাইল কোম্পানিগুলো কলচার্জ না কমায় তবে তিনি নিজেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন। সরকার কলচার্জ কমানোর ব্যাপারে একেবারেই নীরব, নিশ্চুপ। অনেকের ধারণা, সরকারি দলের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি মোবাইল কোম্পানিগুলোর নীরব অংশীদার। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, বিরোধী দলগুলো এ ব্যাপারে একেবারেই চুপচাপ। এদিকে সরকারি মোবাইলের ব্যাপারেও জনগণ ভীষণ বিরক্ত। যেখানে বেসরকারি একটি কোম্পানি (বাংলালিংক) এক মাসের মধ্যে কয়েক লক্ষ মোবাইল জনগণের হাতে পৌঁছে দিতে পারলো, সেখানে টিএন্ডটি কেন কয়েক হাজার মোবাইলও বাজারজাত করতে অপারগ? টিএন্ডটি কি মোবাইল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে? জানি না ৬০ লাখ মোবাইল গ্রাহক এ যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি পাবে!

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
২০, পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭
নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গ তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গোপাল ভাঁড়ের পছন্দের একটি দুধেল গাই ছিল। একদিন হঠাৎ করেই সেটা কোথায় যেন চলে গেলো। গোপাল সারা দিন হন্যে হয়ে খুঁজলো। পেলো না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় একরাশ ক্লান্তি আর গরু হারানোর বেদনা নিয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে তার ছেলেকে বললো, একটু জল খাওয়া তো ভাই। গোপালের স্ত্রী পাশের ঘরে কাজ করছিল। সে মুখ ঝামটা দিল 'বলি আক্কেলের মাথা খেয়েছো নাকি? নিজের ছেলেকে বলছো ভাই!' গোপাল করুণ হেসে বললো, 'সাধের গরু হারালে এমনই হয় মা।' শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেল গোপালের স্ত্রী।
আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের নেতা-নেত্রীর বক্তব্য আর কান্ডকারখানা দেখলে আমার গোপাল ভাঁড়ের সেই ঘটনার কথাই মনে পড়ে। নির্বাচনের দিন শেখ হাসিনা দুপুরে বললেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। পরদিন ফলাফল দেখে সুর পাল্টে ফেললেন। এবার বললেন, স্থূল কারচুপি হয়েছে। এরপর তিনি বললেন, সংসদে যাবেন না, শপথও নেবেন না। ক'দিন পর আবার বললেন, শপথ নেবেন কিন্তু সংসদে যাবেন না। এর কিছুদিন পর বিদেশী দেশগুলোর চাপে আওয়ামী লীগ সংসদেও গেলো। কথায় কথায় তারা ওয়াকআউট করা শুরু কলো। কোনো জোরালো ইস্যু ছাড়াই তারা ডাক দিলো সরকার পতন আন্দোলনের। ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল তাদের সাধারণ সম্পাদক ডেড লাইন ঘোষণা করলেন এবং তা জনসমর্থনের অভাবের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এখন তারা বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার করার কথা। অথচ এর কোনো রূপরেখাই তারা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারেনি।

এসএম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, nowsheer@dhaka.net

মরুভূমি পাহাড় পাড়ি দিয়ে নয়

আপনারা বিদেশে আসুন তবে সাগর কিংবা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে নয়। সঠিকভাবে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী, সম্পূর্ণ নিজে নিজে চেষ্টা করুন। কোনো প্রকার দালালের সহযোগিতায় নয়। যারা ভালো কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তারাই চেষ্টা করুন। একটি জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করে চাকরির আবেদন করুন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। দেশগুলোর ওয়েবসাইট ভিজিট করে, প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংগ্রহ করুন। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিন আপনার জীবনবৃত্তান্ত। ধরুন ১০০ দরজায় আঘাত করলে খুলে যেতে পারে আপনার দরজা। আপনি জানেন কি দক্ষ জনশক্তির অভাব ইউরোপের প্রতিটি দেশে রয়েছে। যে পেশারই লোক হোন না কেন, আপনি যদি আপনার পেশায় নিজেকে দক্ষ মনে করেন তবে লিখুন। এর জন্যে প্রয়োজন আপনার চেষ্টা, ধৈর্য। আপনার আবেদনের সাড়া হয়তো ছয় মাস, ১ বছর পরও পেতে পারেন। একটু চেষ্টা বদলে দিতে পারে আপনার জীবন। স্পেন, ইটালিসহ ইউরোপের নানা দেশে গ্রীষ্মকালে কিছু সিজনাল দক্ষ কর্মী প্রয়োজন হয় বিশেষ করে ট্যুরিজম সেক্টরে। যেমন আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রাভেল এজেন্সিগুলোতে। আপনার অভিজ্ঞতাসহ তাদেরকে লিখুন। তাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলে সেই আমন্ত্রণপত্র, আপনার অভিজ্ঞতার সনদ নিয়ে যোগাযোগ করুন সেই দেশগুলোর দূতাবাসে। যে দেশগুলোর দূতাবাস আমাদের দেশে নেই, আমাদের প্রতিবেশী দেশে নিশ্চয়ই আছে সেখান থেকে আপনি আপনার ভিসা সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে অদক্ষ অনভিজ্ঞদের কোনো সুযোগ নেই। এদের প্রয়োজন কাজ জানা লোক। একটি বিষয়, ইংরেজির ভাষা জ্ঞানটা বিশেষ জরুরি তবে স্থানীয় ভাষা জানা আপনার জন্য একটা প্লাস।

Islam Shaheedul
Piazza Unita'd Italia-2E, Vimercate-20059 (M1), Italy, shakhidul@yahoo.com

নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন এখন গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুলছাত্রী অপহরণ, গৃহবধূ খুন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা এ জন্য দায়ী করে থাকে পুরুষদের। কিন্তু আমার কথা হলো, সেই সব পুরুষ তো গুটিকয়েক। আমি মনে করি এসব মন্দ কাজের জন্য শুধু পুরুষই দায়ী নয়, নারীরও ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় নারী নির্যাতনে অন্য নারীরও অংশগ্রহণ থাকে। শাশুড়ির অত্যাচার, গৃহপরিচারিকার নির্যাতন এমন উদাহরণই দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব সময় শুধু পুরুষরাই নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী নয়।

Salah Uddin, Moda-Kama(S.S.4), Post box- 73008, Riyadh no-11538, K.S.A